দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 OCT 2002

# প্রাথমিক শিক্ষা গত এক দশকেও কাঙ্খিত মান অর্জন করতে পারেনি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও তা কাঙ্খিত মান অর্জন করতে পারেনি। এখনো সারাদেশের ৬ থেকে ১০ বছরের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এদের শতকরা ২০ ভাগ স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না। আর যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের এক-চতুর্থাংশই ৫ বছরের শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ না করেই স্কুল ত্যাগ করছে।

সারাদেশেই প্রাইমারী শিক্ষার ওপর গতবছর (২০০১) পরিচালিত গণসাক্ষরতা অভিযানের জরিপ রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গেছে। 'এডুকেশন ওয়াচ-২০০১' শীর্ষক এই জরিপ রিপোর্টটি সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে সরকার ঘোষিত সাক্ষরতা হারের সাথেও জরিপে প্রাপ্ত সাক্ষরতা হারের বিস্তর ফারাক রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৬৬% বলা হলেও ঐ জরিপে প্রকৃত সাক্ষরতার হার ৪২% বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি নিরক্ষরতামুক্ত বলে ঘোষিত জেলাগুলোতেও এডুকেশন ওয়াচের জরিপে অন্যান্য জেলা থেকে সাক্ষরতার হারে কোন তফাত দেখা যায়নি। এ অবস্থায় সাক্ষরতার হার নির্ধারণের একটি নিরপেক্ষ ও

১৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

# প্রাথমিক শিক্ষা কাংক্ষিত মান অর্জন করতে পারে[...]

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা অতি প্রয়োজনীয় বলে এডুকেশন ওয়াচের গবেষকরা মন্তব্য করেছেন। দেশের সকল জেলায় ৩০ হাজার পরিবার, দেড় লাখ মানুষ, ৯৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২২ হাজার শিক্ষার্থীকে নিয়ে নমুনা জরিপের ভিত্তিতে সম্পন্ন বেসরকারী উদ্যোগে এডুকেশন ওয়াচ ২০০১-এর সমীক্ষা প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়। সমীক্ষা অনুসারে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও মাতাপিতার নিরক্ষরতাই সংশ্লিষ্ট শিশুদের শিক্ষাঙ্গনে না আসার বা না থাকার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে বলা হয়, বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশও অবশ্য এর অন্যতম কারণ। গড় হিসেবে শ্রেণীকক্ষগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মাত্র ৬০ শতাংশের জন্য স্থান দিতে পারে। এডুকেশন ওয়াচের জরিপে দেখা যায়, ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে গড় উপস্থিতির হারও ৬০ শতাংশ। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বৈষম্যও বিদ্যমান। সিলেট বিভাগের গ্রামাঞ্চলে ভর্তির হার যেখানে ৭৬ শতাংশ সেখানে খুলনা বিভাগে তা ৯১ শতাংশ। ভর্তির জাতীয় হার গড়ে ৮০ ভাগ উল্লেখ করা হলেও দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বহু স্থানে ভর্তির হার শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। জরিপ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হলেও গড়ে প্রতি শিশুর জন্যে পরিবার থেকে বছরে কমপক্ষে এক হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয় হয় প্রধানত শিক্ষা উপকরণ ও বিদ্যালয়ের বাইরে নিজস্ব ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের (প্রাইভেট টিউটর) জন্য। আবার যারা ৫ বছরের প্রাথমিক কোর্স শেষ করছে তাদের অধিকাংশেরই পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে ৬ থেকে ৭ বছর লাগছে। এই শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মান এখনো গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌছেনি। মাত্র দুই শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্ধারিত প্রয়োজনীয় লেখাপড়া, গণিত, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞানের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করছে। শিক্ষার মানের এই অধোগতি নিয়ে রিপোর্টে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। সমীক্ষার পরিবার জরিপের মাধ্যমে জানা গেছে, বর্তমানে দেশের ১১ থেকে ২০ বছর বয়সী ৪ কোটি কিশোর ও তরুণের মধ্যে প্রায় দেড় কোটিই প্রাথমিক শিক্ষা[...] ব্যবহারযোগ্য সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জ[...] সুযোগ পায়নি। তরুণদের এই বি[...] সংখ্যাব শিক্ষা বঞ্চনা মানব সম্পদের [...] বিরাট অপচয়। এই অবস্থা নৈরাশ্য, অপ[...] প্রবণতা ও অশান্ত সামাজিক পরিবেশ [...] অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রাথ[...] শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের ভর্তি[...] সমতা অর্জিত হয়েছে এবং স্কুলগুলো[...] মহিলা শিক্ষকের হার ৪০ শতাং[...] দাঁড়িয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এই জরিপ রিপোর্টটি প্রক[...] উপলক্ষে ঢাকার ইসলামী উন্নয়ন ব্যা[...] (আইডিবি) ভবন মিলনায়তনে [...] অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এডুকে[...] ওয়াচ গ্রুপের চেয়ারম্যান এ এন [...] ইউসুফের সভাপতিত্বে আয়োজিত [...] প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসে[...] বক্তব্য রাখেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন [...] এহসানুল হক মিলন এবং আলোচনায় অং[...] নেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচাল[...] বেগম রাশেদা কে চৌধুরী, ইউনেস্কো[...] কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ উলফগ্যাং, ভলম্যা[...] এডুকেশন ওয়াচের আহবায়ক ড. মঞ্জু[...] আহমদ, গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ প্রমুখ।